অনিয়মই যার কাছে নিয়ম

চুয়াডাঙ্গা ফাযিল মাদরাসার সহকারি শিক্ষক (কৃষি) ওয়াহেদ মো. রাশেদীন আমিন প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষায় অবৈধ অর্থ আদায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নানা অপতৎপরতা চালানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

তিনি প্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়মের সাথে জড়িত থাকার কারণে সম্প্রতি ওই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিবাদমূখর হয়ে উঠলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। অভিযুক্ত রাশেদীন আমিন সাংবাদিক পরিচয়ে অনেকের সাথেই প্রতারণা করেছেন বলেও শহরে গুঞ্জন রয়েছে। ওই শিক্ষকই সরকারের তিনটি প্রতিষ্ঠান (চুয়াডাঙ্গা ফাজিল মাদরাসা, বিটিভি ও বাসস) উত্তোলন করেন বেতন-ভাতা।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, রাশেদীন আমিন চুয়াডাঙ্গা ফাযিল মাদরাসায় যোগদানের পর থেকে নানা অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ওই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় তিনি অসদূপায় অবলম্বন করে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা দেয়ার কথা বলে অর্থ আদায় করে থাকেন।

এসব কারণে অনেক শিক্ষার্থী অভিমান করে পরবর্তিতে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক শিক্ষার্থী বলেন, চুয়াডাঙ্গা ফাযিল মাদরাসায় যেকোনো পাবলিক পরীক্ষা হলেই পরীক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানের কৃষি শিক্ষকের দ্বারা নানাভাবে শোষিত হতে থাকে। তারা বলেন, তিনি পরীক্ষার হলে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলে এবং কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট আসবে না বলে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন।

এছাড়া ব্যবহারিক পরীক্ষায় বাড়তি নম্বর দেয়ার আশ্বাস দিয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কৌশল করে অর্থ আদায় করে থাকেন। কয়েক বছর আগে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী চুয়াডাঙ্গা ফাযিল মাদরাসার ৯ জন মেধাবি পরীক্ষার্থীর নিকট নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র সেট কোড পরির্তন করে তাদের পাশ করার পথ রুদ্ধ করে দেন। তাদের অপরাধ ছিল ওয়াহেদ মো: রাশেদীন আমিনের চাহিদা মত টাকা দিতে না পারা।

এসব অভিযোগ অবগত হয়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

এসব বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মীর মো. জান্নাত আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তিনি কাউকেই মানেন না। তাকে আমরা কোনো ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। একজন মাত্র শিক্ষক রাশেদীন আমিনের কারনেই মাদরাসার শিক্ষকদের মধ্যে নানা মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি দু-একটি পাবলিক পরীক্ষায় রাশেদীন আমিন দায়িত্ব পালনের নামে অনৈতিক অর্থ আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে চলতি ফাযিল-২০১৯ পরীক্ষায় দায়িত্বরত দুই শিক্ষক আবুল হাশেম ও আতিয়ার রহমানকে জড়িয়ে সংবাদ প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য সরবরাহ করেন।

এসব বিষয়ে ওই দুই শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, উক্ত সংবাদে আমাদের (মো. আবুল হাশেম ও মহাম্মদ আতিয়ার রহমান) নাম ব্যবহার করে জোরপূর্বক ফাযিল পরীক্ষায় কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব পালন করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। যা আদৌ সত্য নয়। ফাযিল পরীক্ষা-২০১৯ (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ) পরিচালনার জন্য যে সময় কমিটি গঠন করা হয় সে সময় আমি অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্বরত ছিলাম।

যে কারণে জেলা প্রশাসন ও ইসলামি আরবি বিশ^বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনার অনুমোদন দেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক স্বাক্ষরিত পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির পত্রের স্মারক নং- ০৫.৪৪.১৮০০.১০৪.৫৫.০১৫.১৯-৩৪৬ তারিখ-০৩.০৯.২০১৯খ্রিঃ।

প্রকৃতপক্ষে অত্র মাদরাসায় যেসব বোর্ড/বিশ^বিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেসব পরীক্ষায় অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সহকারি শিক্ষক (কৃষি) ওয়াহেদ মো. রাশেদীন আমিনের সহযোগিতায় কেন্দ্র ফি’র টাকা তছরুপ করেন বলে পূর্ব থেকে অভিযোগ আছে। মাদরাসার অন্য কেউ পরীক্ষা পরিচালনা করলে তাদের অর্থ তছরুপের বিষয়টি সামনে চলে আসতে পারে, এ আশংকায় উল্লেখিত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং ওই সহকারি শিক্ষক অনুমোদিত কমিটি বানচাল করতে নানা মহলে ধর্ণা দেন।

এতেও ফল না হওয়ায় প্রকাশিত সংবাদের সাংবাদিকের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। তারা আরো বলেন, সংবাদের একাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে ‘ইসলামী আরবি বিশ^বিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র সচিব আবুল হাশেম ও সহকারি কেন্দ্র সচিব আতিয়ার রহমানকে প্রতিষ্ঠানটির

অধ্যক্ষকে কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বলেন।’ যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ ধরনের কেউ আমাদের কাছে কোনো বার্তা দেননি।

বরং রাশেদীন আমিনের সহযোগিতায় অত্র মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মো. খালেদ সাইফুল্লাহ নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে একই প্রতিষ্ঠানে (চুয়াডাঙ্গা ফাযিল মাদরাসা) থাকা অবস্থায় স্ব-বেতনে তিনবার হজ্জ পালন করেন। অভিযোগ রয়েছে মাদরাসার উপাধ্যক্ষ হজ্জ পালনের নামে মোয়াল্লেম (হাজীদের গাইড/লাইন ম্যান) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এতে তিনি মোটা অংকের অর্থ লাভ করেন। এসব বিষয় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানে এবং মাদরাসা পরিচালনা কমিটির মধ্যে সমালোচনার জন্ম দেয় ।

উপাধ্যক্ষের এ অপকর্মকে আড়াল করতে একটি মহল নানা নীলনকশা প্রণয়ন করতে থাকে।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

জীবননগরে ২৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

জীবননগর থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে পৌরসভার এলাকার সুবলপুর গ্রাম থেকে তাদের কে ফেনসিডিলসহ দুইজনকে আটক করা হয়।

আটকরবৃতরা হলেন জীবননগরের সুবলপুর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম ও মেদেনীপুরের জহুরুল হকের ছেলে সাইফুল ইসলাম।

জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ গনি মিয়ার নেতৃত্বে এসআই সিরাজুল আলম, এএসআই মিলন, আফিফ ও ইমামুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার সকাল সাড়ে ৭ টায় অভিযান চালায়। এ সময় জীবননগর পৌরসভার সুবলপুর প্রাইমারি স্কুলের পাশের একটি ধানক্ষেত থেকে

রাশেদুল ও সাইফুলকে ২৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়।
তিনি আরো জানান, ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার আসামিদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
- জীবননগর প্রতিনিধি

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গায় ও জীবননগরে নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত

মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএ দিবসটি যৌথ ভাবে পালন করে।

মঙ্গলবার সকালে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো: তৌফিকুর রহমানের নেতৃত্বে র্যালী বের করা হয়। মেহেরপুর জেলা কার্যালয় থেকে শুরু করে বাদ্যের তালে তালে র্যালীটি প্রধান সড়ক হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্ত¡রে গিয়ে শেষ হয়।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের র্যালীতে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সকোরি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, দারুল উলুম আহমদিয়া আলিম মাদ্রাসা ও মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অংশ গ্রহন করে।

পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্ত¡রে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো: তৌফিকুর রহমান, বিআরটিএ এর মোটরসাইকেল পরিদর্শক মো: নালা উদ্দীন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, ‘জীবনের আগে জীবিকা নয়, সড়ক দূর্ঘটনা আর নয়’ ¯◌েø◌াগান নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়েছে।

দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহর প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে শেষ হয়। সেখানে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) খোন্দকার ফরহাদ আহমদ।

প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার, বিআরটিএ চুয়াডাঙ্গার সহকারি পরিচালক আতিয়ার রহমান ও নিরাপদ সড়ক চাই চুয়াডাঙ্গা শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন। বক্তব্য রাখেন নিসচার সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন।

জীবননগর প্রতিনিধি জানান, জীবননগরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ থেকে একটি র্যালীবের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, সহকারী সিনিয়ার পুলিশ সুপার আবু রাসেল, জীবননগর পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ গনি মিয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম ঈশা।

প্রতিদিন ডেস্ক

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

সীমান্ত ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি শাজাহান আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খেলাধুলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গয়েশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইমুল হক সাহেব,ইউপি সদস্য ইমাদ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মধু, ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সাধারন সম্পাদক আজিজুল হক, রবিউল হোসেন, শরিফুল হক বিশ্বাস প্রমুখ।
উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সীমান্ত ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির প্রোগ্রাম অফিসার আসাদুজ্জামান লিটন।

জীবননগর প্রতিনিধি

ভোলায় পুলিশের গুলিতে হতাহতে প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ভোলার বোরহানউদ্দিনে তৌহিদী জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে হতাহতের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্বস্তরের তৌহিদী জনতার ব্যানারে এ মিছিল ও সামবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ওলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি জুনায়েদ আল হাবিবী, সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল, জেলা ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মো. রুহুল আমিন শেখ, জীবননগর উপজেলা ওলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, একজন অমুসলিমের ফেসবুক আইডি থেকে আমাদের প্রিয় মহানবীকে নিয়ে কটুক্তি করা হয়েছে। সরকার প্রকৃত দোষীকে

গ্রেফতারের পরিবর্তে প্রতিবাদী জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে।

আমরা এ সকল ঘটনার প্রতিবাদ জানাই এবং অবিলম্বে সঠিক বিচারের দাবী জানাচ্ছি।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

দর্শনায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

দ্রব্যে ভেজাল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার রাখার দায়ে দুই প্রতিষ্ঠান মালিককে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টার সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর ও দর্শনা রেলবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার ১টি বেকারী ও দর্শনা রেলবাজারর ১টি হোটেল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং মেয়াদউত্তীর্ণ খাদ্য রাখা,পণ্যের মোড়ক, ইত্যাদি ব্যবহার না করার দায়ে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে তাদের জরিমানা করা হয়।

এদের মধ্যে দর্শনা রেল বাজারের আল্লাহর দান হোটেলের মালিক খন্দকার জহিরুল ইসলাম কে ২০ হাজার টাকা, এবং দামুড়হুদা জয়রামপুর মা-বাবার দোয়া বেকারীর মালিক মো: রবিউল ইসলাম কে ২৫ হাজার জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো: সজল আহম্মেদ। সেই সাথে হোটেল ও কারখানার মালিক কে সতর্ক করে ভবিষ্যৎতে এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেন।

পরে কারখানার মালিক ও হোটেলের মালিক এ ধরনের কাজ আর করবেনা বলে

প্রতিশ্রুতি দেন। একই কাজ ভবিষ্যৎতে করলে লাইসেন্স বাতিল সহ হোটেল ও কারখানা সিলগালা করে দেয়া হবে। এ সময় সহযোগিতায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

দর্শনা প্রতিনিধি

স্বর্ণ পাচার মামলায় চুয়াডাঙ্গায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোষ্ট দিয়ে স্বর্ণ পাচার মামলায় একজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার বিকেলে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-১ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম এ রায় প্রদান করেন। কারাদÐপ্রাপ্ত আসামী হলো, ঢাকা গাজীপুর টঙ্গী থানার আরিচপুর এলাকার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে আব্দুল মুত্তালিব।

আদালত সূত্র জানায়, ২০১৮ সালের ২৫ শে মে সকালে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোষ্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে যায় পাসপোর্টধারী যাত্রী আব্দুল মুত্তালিব। ভারতে প্রবেশের আগে ভ্রমন প্রক্রিয়া কাজের সময় সন্দেহ হলে তাকে আটক করে দর্শনার স্থল ও শুল্ক কর্মকর্তারা।

পরে ওই যাত্রীর ব্যাগ তল্লাশী করে ১ কেজি ওজনের ১টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা। ওইদিনই জব্দ হওয়া স্বর্ণসহ আব্দুল মুত্তালিবকে আসামী করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি স্বর্ণ চোরাচালান মামলা দায়ের করেন শুল্ক ও গোয়েন্দা তদন্ত বিভাগের (বেনাপোল সার্কেল) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সাজিবুল ইসলাম।

পরে একই বছরের ৩০শে জুন আব্দুল মুত্তালিবকে অভিযুক্ত করে আদালতে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন দামুড়হুদা মডেল থানার তৎকালীন

পরিদর্শক (তদন্ত) জিএম ইমদাদুল হক। এরপর মঙ্গলর বিকেলে ১৪জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহন ও যাচাই বাছাই শেষে আসামী আব্দুল মুত্তালিবকে দোষী সাবস্ত্য করে তার উপস্থিতিতে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর ২৫বি (১)(এ) ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়। পরে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

:চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গার সন্তান অমিতাভ মীর কোলকাতায় সম্বর্ধিত

যাযাবরের শব্দ সন্ধান পরিবেশিত ও মৌলি বণিক সম্পাদিত গল্প সংকলন “খোলা খাম” এর মোড়ক উন্মোচিত হলো গত রবিবার বিকেল তিনটেয় সূর্যসেন স্ট্রিটে অবস্থিত কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনের সভাকক্ষে।

অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রতিথযশা কবি সৈয়দ হাসমত জালাল, বাংলাদেশের দ্রোহের কবি অমিতাভ মীর, কবি সুধাংশু বিকাশ সাহা, হাইকুর গুরু কবি সত্য রঞ্জন বণিক প্রমুখ।

বিশিষ্ট কথাশিল্পী মানস সরকারের সভাপতিত্বে ও চম্পা সর্দার এর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও অনিন্দিতা মÐলের সুরেলা কণ্ঠের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

এই গল্প সংকলনে কলম ধরেছেন মৌলি বণিক, চম্পা সর্দার, তুহিনা সুলতানা, সৌমী শাঁখারী, সন্দীপ ভট্টাচার্য্য, মৌমিতা গড়াই, সঞ্জয় সরকার, মুনশ্যাম ও বিস্ময় প্রতিভা অকাল প্রয়াত কবি ও কথাশিল্পী পায়েল খাঁড়া।

নির্ধারিত বক্তব্যে কবি অমিতাভ মীর “বিপন্ন ভাষা ও বিপন্ন সাহিত্য” শীর্ষক এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে চর্চার অভাবে ভাষা বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে সাহিত্য বিপন্ন হওয়ার আশংকা তুলে ধরেন। সেই

সাথে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিপন্ন হবে না যতদিন শব্দ সন্ধানী যাযাবররা তথা মৌলি বণিক, চম্পা সর্দার প্রমুখ এভাবেই নিরলস শব্দ সন্ধানের সাধনায় ব্রতী থাকবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এ ব্রতে সম্পৃক্ত রাখতে পারবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ হাসমত জালাল এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে কবি অমিতাভ মীর এর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন কবি সৈয়দ হাসমত জালাল। কবি অমিতাভ মীর চার দিনের সফল সফর শেষে আজ চুয়াডাঙ্গায় ফিরবেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় নকল ব্যান্ডরোল ব্যাবহারের কারণে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন কমদামের নকল ব্যান্ডরোল ব্যাবহারের কারণে সরকার কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

গতকাল বাজার ঘুরে দেখা গেল আকিজ বিড়ি,নাসির বিড়ি সহ নামি দামি কোম্পানির বিড়ি নকল করে, নকল ব্যান্ড রোল ব্যাবহার করার কারনে ভোক্তা সাধারণ বাধ্য হয়ে নকল বিড়ি পান করতে ব্যাধ্য হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা বাজার, মুন্সি গঞ্জ বাজার, হাটবোয়ালিয়া, জামজামি বাজার সহ সকল বাজারে ছোট, বড় দোকানে নকল বিড়িতে ছেয়ে গেছে।

নকল বিড়ি দেখে বোঝার উপায় নেই, যে এটা নকল না আসল। নকল কোম্পানি গুলো এমন ভাবে ব্যান্ড রোলের সিল মেরে দিচ্ছি, তাতে দোকান দাররা পর্যন্ত ধরতে পারছে না, এ ছাড়াও কিছু অসাধু ব্যাবসায়ি আছে যারা কম দামে নকল বিড়ি কিনি বেশি দামে বিক্রয় করছে। এতে সরকার কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী এই প্রতিবেদক কে জানান, যে সমস্ত অসাধু ব্যাবসায়ি নকল ব্যান্ডরোল ব্যাবহার করে সরকারকে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করছে তাদের বিরুদ্ধ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে, এ ব্যাপারে অচিরেই অভিযান চালাবেন বলে জানান।

সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে। নকল ব্যান্ড রোল গুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য আলী, সাথী, লতা, মোহীনি, স্টার, তপু, তামিম, আনোয়ার, মন্টু, মজনু, কল্পনা, এই সব বিড়ির ব্যান্ডরোল নকল ছাপান।

বিভিন্ন বাজারে এরা ডিলারের মাধ্যমে নকল বিড়ি ভোক্তাদের কাছে সরবরাহ করছে। যার ফলে প্রতারিত হচ্ছে ভোক্তা সাধারণ ও সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
এ বিষয়ে কয়েকটি দোকানদারের সাথে কথা বললে তারা জানান ঘটনা সত্য, জামজমির দোকানদার রাকিব উদ্দিন, ছত্রপাড়ার শাহারুল, ভাংবাড়িয়ার মিজান, মুকুল, সালাম জানান আমরা নকল বিড়ি ব্যাবসায়িদের কারনে অতিষ্ট।

তারা নকল ব্যান্ডরোল লাগিয়ে আমাদের কে বিপদে ফেলছে। ভোক্তাদের মধ্যে কয়েকজনের সাথে কথা হয়েছে, আলমডাঙ্গা হাউসপুরের কালাম, জামজামির তাহাজ উদ্দিন, ডাউকির আবুল, সাহিন সকলেই নকল বিড়ির বিষয়ে অভিযোগ করে বলেন আমরা তো আকিজ, নাসির বিড়ি কিনছি, কিন্ত এই বিড়ি যে নকল, না আসল বোঝার উপায় থাকে না, তবে ব্যান্ডরোল ভাল ভাবে দেখলে বোঝা যায় আসল না নকল।

তারা নকল বিড়ি ব্যাবসায়িদের বিরুদ্ধে দ্রæত ব্যাবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি